মেহেরপুরে শেষ হলো ভার্চুয়াল বই মেলা

মেহেরপুর ডেস্ক নামের একটি সাহিত্য সাংস্কৃতিক সংগঠনের আয়োজনে অনুষ্ঠিত মুজিব জন্ম শতবর্ষে মাসব্যাপি অমর একুশে ভার্চুয়ালী বইমেলা শেষ হলো। গত ১ ফেব্রুয়ারী শুরু হয়ে মূল্যায়ন ও সমাপনী অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ১ মার্চ সফল সমাপ্তি হলো এই নতুন ভাবনার ভার্চুয়ালি বই মেলার। এই ভার্চুয়ালি বই মেলায় দেশী বিদেশী কবি সাহিত্যিকরা অংশ গ্রহণ করেছেন।

গত সোমবার রাতে মেহেরপুর ডেস্ক বই মেলার ভার্চুয়ালি সমাপনি অনুষ্ঠান করে। এতে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা আইটি গবেষক এম এ মুহিত। প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সাবেক সচিব আলকামা সিদ্দিকী এবং বিশেষ অতিথি হিসাবে ভার্চুয়ালি যুক্ত ছিলেন বিশিষ্ট লেখক মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক চলচিত্রকার ও গাঙচিল সাহিত্য পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ খান অখতার হোসেন, প্রখ্যাত কথা সাহিত্যিক অধ্যক্ষ হাবীব আনিসুর রহমান, মেহেরপুর উদিচীর সাবেক সভাপতি সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব এডভোকেট ইব্রাহিম শাহীন, চুয়াডাঙ্গা সরকারী কলেজের সহযোগী অধ্যাপক মুন্সি আবু সাইফ, বঙ্গবন্ধু সাহিত্য পরিষদের মেহেরপুর শাখার সভাপতি দিলারা জাহান এবং মেহেরপুর প্রেস ক্লাবের সাবেক সাধারণ সম্পাদক সাংবাদিক কবি রফিকুল আলম। ভার্চুয়ালি অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন মেহেরপুর প্রেস ক্লাবের সাবেক সভাপতি রুহুল কুদ্দুস টিটো।

প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যে বলেন মরণব্যাধি করোনাতে যখন সব স্থবির তখন মেহেরপুর ডেস্ক ভার্চুয়ালি অমর একুশে বই মেলা করে এক ইতিহাস রচনা করলো। কারণ অভিনব চিন্তার এই কাজটি বাংলাদেশের আর কোথাও হয়েছে বলে জানা যায়নি। তিনি বলেন মেহেরপুরের মুজিবনগর থেকে আমাদের স্বাধীনতার যুদ্ধ শুরু করে আমরা ইতিহাস গড়েছি তেমনি মেহেরপুর ডেস্ক মুজিব জন্ম শতবর্ষে ভার্চুয়ালি বই মেলা করে সৃষ্টি করলো অনুকরণীয় ইতিহাস। এসময় প্রধান অতিথি সম্মাননা পুরস্কার ঘোষণা করেন। মেহেরপুর ডেস্ক সম্মাননা স্মারক পেলেন সাহিত্যের বড় সংগঠক গাঙচিল সাহিত্য পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ খান আখতার হোসেন, সফল সাহিত্য সমালোচক হিসাবে সহযোগী অধ্যাপক মুন্সি আবু সাইফ ও দক্ষ সঞ্চালক হিসাবে সাংবাদিক রুহুল কুদ্দুস টিটো।

সভাপতি এম এ মুহিত সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আগামীতে তৃণমূলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা কবিদের নিয়ে কবিতা উৎসব করবেন বলে ঘোষণা দেন।

মেহেরপুরে সাংবাদিকতা পেশায় পিছিয়ে নারীরা

আকতারুজ্জামান, মেহেরপুর

তথ্য প্রবাহের যুগে জেলায় সাংবাদিকতায় পুরুষরা এগিয়ে থাকলেও নারীরা অনেকাংশে পিছিয়ে পড়েছে। অনুসন্ধানী ও নারী সংক্রান্ত সংবাদ সংগ্রহের ক্ষেত্রে নারী সাংবাদিকদের অগ্রনী ভূমিকা থাকলেও সম্মানী না থাকা এবং অত্যন্ত ঝুঁকিপুর্ণ হওয়ায় কেউ আসতে চাইছেন না এ পেশায়। সাংবাদিকতায় নারীদের সম্পৃক্ততা থাকার খুবই প্রয়োজন বলে মনে করছেন মেহেরপুরে গণমাধ্যমে কর্মরত বিশিষ্ট জনেরা।

বাংলাদেশ টেলিভিশন (বিটিভি) ছাড়াও প্রায় ৪৪ টি বেসরকারি স্যাটেলাইট টেলিভিশন রয়েছে। জাতীয়, আঞ্চলিক এবং স্থানীয় কাগজ রয়েছে কয়েক হাজার। এসব চ্যানেল ও পত্রিকায় ঢাকাসহ বিভিন্ন জেলায় পুরুষদের পাশাপাশি নারী সাংবাদিকদের অংশ গ্রহণ থাকলেও মেহেরপুরে নারী সাংবাদিক রয়েছে মাত্র দু’জন। এদের মধ্যে বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা (বাসস) মেহেরপুর জেলা প্রতিনিধি হিসেবে দিলরুবা খাতুন ও এটিএন বাংলা ও এটিএন নিউজে কাজ করছেন ফাতেমা উম্মে রোজিনা। বিভিন্ন চ্যানেল ও পত্রিকা রয়েছে পুরুষ সাংবাদিকদের দখলে। ঝুকিপুর্ণ পেশা ও নুন্যতম সম্মানী না পাওয়ায় অনেকেই এ পেশায় আসতে চাইছেন না বলে জানিয়েছেন অনেকে।

মেহেরপুরের সাংবাদিক দিলরুবা খাতুন বলেন, তিনি ২০০৫ সালে শখ করেই সাংবাদিকতায় আসেন। আস্তে আস্তে তার ভাল লাগার জায়গা থেকে আজ অবদি কাজ করছেন তিনি। তবে তিনি কাউকে এ পেশায় উদ্বুদ্ধ করতে চাইছেন না কারন হিসেবে তিনি জানান, একজন সাংবাদিকের ন্যুন্যতম সম্মানী মিডিয়া হাউজগুলি দিতে চাননা। ফলে নারীরা এপেশায় এসে হাত খরচের টাকার জন্য পরিবারের কাছে হাত পাততে হবে। শুনতে হবে নানান কথা। মিডিয়া হাউজগুলো যদি শহরের মতো মফস্বলের সাংবাদিকদেরও সম্মানীর

ব্যবস্থা করে তাহলে শুধু মেহেরপুর নয় সবখানে নারীরা এ পেশায় আসতে উদ্বুদ্ধ হবেন।

এটিএন বাংলা ও এটিএন নিউজে কর্মরত মেহেরপুর জেলা প্রতিনিধি উম্মে ফাতেমা রোজিনা জানান, পারিবারিক ভাবে তিনি সাংবাদিকতায় এসেছেন। মেহেরপুরের মানুষের দুঃখ দুর্দশা ও মেহেরপুরের উন্নয়ন এবং সম্ভাবনাসহ সকল ঘটনা সকলের মাঝে তুলে ধরতে পেরে তিনি পরিতৃপ্ত। তিনি সাংবাদিক পরিবারের সন্তান। পরিবারের লোকজন এ পেশার গুরুত্ব বোঝেন তাই কাজ করতে কোন সমস্যা হয় না। প্রথমে শখের বতবর্তী হয়ে এ পেশায় আসলেও এখন নেশা হয়ে গেছে। তিনি আরো জানান, পারিপার্শিক ও পারিবারিক ভাবে নারীরা এ পেশায় আসতে চাইনা। সাংবাদিকদের নিরাপত্তা এবং আর্থিক যোগান না থাকায় নারীদের ভুমিকা কম বলে জানান এ নারী সাংবাদিক।

ঢাকায় কর্মরত কয়েকজন সিনিয়র নারী সাংবাদিক বলেন, জেন্ডার বৈষম্য ও অসমতা বিদ্যমান। সংবাদ ব্যবস্থাপনায় নারী নেতৃত্বের অভাব রয়েছে,অনলাইন অফলাইন, দুই ক্ষেত্রেই নারী সাংবাদিকদের হয়রানির শিকার হতে হয় । নারীদের সুরক্ষা ও নিরাপত্তা নিয়ে বাস্তব সমস্যা অনেক । যৌন হয়রানি, নিপীড়ন ও বৈষম্য প্রতিরোধে নীতিমালার অভাব জেন্ডার সমতা অর্জনের জন্য সক্রিয় উদ্যোগ ও তার প্রয়োগ প্রয়োজন এবং তাতে উত্তমচর্চা ও উন্নতমান নিশ্চিত করা হলে মফস্বলেও নারী সাংবাদিকতায় অনেক নারী অংশগ্রহন করবে।
গাংনী পেস্রক্লাবের সভাপতি ও মহিলা ডিগ্রী কলেজের প্রভাষক মোঃ রমজান আলী বলেন, বাংলাদেশে সাংবাদিকতা পেশা প্রসারিত হলেও পুরুষদের তুলনায় নারীদের অংশগ্রহন একেবারেই কম। প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা,কাংখিত পরিবেশ, পারিপার্শ্বিক চাপ, অন্যান্য পেশার তুলনায় অনেক ঝুঁকি বলে মনে করেন নারীরা। এছাড়াও নারীবান্ধব কর্মক্ষেত্রের অভাব, কর্মক্ষেত্রে লিঙ্গ বৈষম্য ও যৌণ হয়রানীর মত অনেক কারনেই মফস্বলে নারী সাংবাদিক হাতে গোনা কয়েকজন। উপযুক্ত পরিবেশ. সংবাদপত্রে কর্মরত অবস্থায় আর্থিক সুবিধা নিশ্চিত করলে নারীরা অন্যান্য পেশার মত সাংবাদিকতা পেশায় এগিয়ে আসবে।

মেহেরপুর জেলা প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মাহাবুব চান্দু বলেন, সাংবাদিকতা একটি স্বাধীন পেশা,এ পেশায় অংশগ্রহন করতে হলে পরিবারের স্বীকৃতি জরুরী। সাংবাদিকতায় আসার যে অনুপ্রেরনা বা অনুমোদন তা শিক্ষিত নারীরা পাচ্ছেনা, ফলে মেহেরপুর জেলায় নারী সাংবাদিকতায় ভাটা পড়েছে। এছাড়াও নারী সাংবাদিকদের উদ্বুদ্ধকরনে

বিভিন্ন নারী সাংবাদিকদের উন্নয়নে যে সংগঠনগুলি কাজ করছে তাদের সমন্বয়হীনতারও ঘাটতি রয়েছে। নারী সাংবাদিক না থাকায় প্রতিনিয়ত ঘটে যাওয়া ঘটনার বর্ণনা বা তথ্য আদান প্রদানের ক্ষেত্রেও ভুক্তভোগী নারাীরা বাঁধার সম্মুখীন হচ্ছেন বলেও মনে করেন এ সাংবাদিক।

মেহেরপুর প্রেসক্লাবের সাবেক সাধারণ সম্পাদক রফিকুল আলম বলেন, মেহেরপুরে নারী সাংবাদিকতা পরিবেশ না থাকা এবং পারিপার্শ্বিক ভাবে আগ্রহী করে তোলার ক্ষেত্রেও ঘাটতি রয়েছে। সিংহভাগ মিডিয়া হাউজে পুরুষ সাংবাদিক নিয়োগ দেয়া রয়েছে । ফলে নারীরা এ পেশায় আসতে চাইলেও স্পেসের অভাবে অসতে পারছেনা। ইদানিং কয়েকটি অনলাইন নিউজে নারীদের দেখা মিলছে তবে তা একেবারেই কম। কয়েকজন নিয়োগ পেলেও কর্মক্ষেত্রে দেখা মিলছেনা।

লেখক,গবেষক দৈনিক কুষ্টিয়া ও দি কুষ্টিয়া টাইমস এর প্রকাশক ও সম্পাদক ড.আমানুর রহমান বলেন. অন্যান্য পেশার তুলনায় সাংবাদিকতা ঝুঁকিপুর্ণ পেশা । উপযুক্ত পরিবেশ ও প্রয়োজনীয় সহযোগীতার অভাব থাকায় মফস্বল জেলাগুলিতে নারী সাংবাদিকতার অংশগ্রহণ নেই। নারী সাংবাদিকতায় সেন্ট্রাল ভিত্তিক অনেক সুযোগ সুবিধা থাকলেও মফস্বলে নেই, যার ফলে নারীরা সাংবাদিকতা পেশায় আসতে চাচ্ছেনা। এছাড়াও মফস্বল এলাকার নারীরা অনেকাংশে সংসার মুখী। তাই এ পেশায় তারা বিমুখ।

গাংনীতে মিনির আন্ডারগ্রাউন্ড ক্লিনিক, অনিরাপদ গর্ভপাত

এম এফ রুপক, ফয়সাল আহম্মেদ:

চিকিৎসক হিসেবে কোনও ডিগ্রি নেই। নেই সরকারি কোন অনুমোদন। মাত্র ২ বছর প্যারামেডিক কোর্স করেই প্রায় ১০ বছর ধরে নিজ বাড়িতে গর্ভপাতের মতো অবৈধ কাজ করেন মিনিয়ারা। অপ্রত্যাশিত প্রেগনেন্সি হলেও গাংনীর মিনি আপা একটি আস্থার নাম।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের ঠিক নাকের ডগায় চৌগাছা পাড়ায় এই ব্যবসা কীভাবে চালাতেন মিনিয়ারা ওরফে মিনি আপা। তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। এছাড়াও গাংনী উপজেলার স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের অনেকেই এই রোগী সরবরাহের কাজে আছে বলে জানা গেছে। গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের পিছনে চৌগাছা পাড়াতে শিপলু-মিনি দম্পতি তাদের নিজ বাড়িতেই চালাচ্ছেন ভ্রুণ হত্যার কাজ। মাত্র ২ বছরের প্যারামেডিক কোর্স করেই কোন রকম নিয়মনীতি না মেনে বছরের পর বছর চালিয়ে যাচ্ছে এই ব্যবসা।

স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশ জানিয়েছেন, মিনির স্বামী শিপলু ইসমলামী এজেন্ট ব্যাংকিং শাখায় কর্মরত। পাশাপাশি রোগী সরবরাহের কাজও করে। নিজের বাড়িতে খুলে বসেছে অবৈধ ব্যবসা। বাইরে থেকে অবশ্য বোঝার উপায় নেই। বাড়ির সামনে সাদামাটা গলি, আছে অন্যসব স্বাভাবিক বসবাস করার মত বাড়ি। টিনের গেট ও টিনের ছাদ আধাপাকা এই বাড়িতে রয়েছে অস্ত্রোপচারের প্রয়োজনীয় বিভিন্ন সরঞ্জাম। সেখানেই চলে অবৈধ গর্ভপাতের কাজ। নামপ্রকাশে অনিচ্ছুক স্থানীয় এক বাসিন্দা বললেন, আমরা জানতামই না, মিনির ঘরের ভেতরে নার্সিংহোমের মত এলাহি ব্যবস্থা রয়েছে! মাঝে মধ্যে দেখতাম কেউ কেউ আসা যাওয়া করে।

স্থানীয় কয়েকজন জানান, কারো কাছে থেকে ৫-১০ হাজার টাকা আবার কোন রোগীর অবস্থা বুঝে এর চাইতেও বেশি টাকায় তারা এই কাজ করছে। অতিজঘণ্য কাজ উল্লেখ করে তারা বলেন, এই ভাবে ভ্রুন নষ্ট করা মানুষ হত্যার সমান। যদিও রোগীর সম্মতিতেই হয় বাচ্চা নষ্ট করার কাজ। তারপরও অবৈধভাবে অনিরাপদ উপায়ে করা কতটুকু স্বাস্থ্য সম্মত এমন প্রশ্ন তুলেছে অনেকেই।

এ বিষয়ে মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালের গাইনী বিশেষজ্ঞ ডা. সোনীয়া আক্তার জানান, বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ছাড়া গর্ভপাত করানো ঠিক না। অসাবধানতাবসত: অনেক সময় পরবর্তিতে বাচ্চা ধারণ ক্ষমতা হারাতে পারে রোগী। গর্ভপাতের সময় রোগীর অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ হতে পারে। এতে রোগী কোমায় চলে যেতে পারে, এমনকি মৃত্যুও হতে পারে।

বিষয়টি শিকার করে মিনিয়ারা ও তার স্বামী শিপলু জানান, মাসে ৪-৫ টা রোগী হয়। প্রায় ৩ বছর যাবত করছি এই কাজ। যারা সমাজের কাছে নিজেকে অপরাধী মনে করে তারাই আসে আমাদের কাছে। কোন রকম প্রশিক্ষন বা সরকারি অনুমোদন আছে কিনা জানতে চাইরে শিপলু বলেন,

আমার স্ত্রী প্যারামেডিকে ২ বছর কোর্স করেছে, তাছাড়া আর কোন প্রশিক্ষন বা সরকারি অনুমোদন নেই।

উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ড. রিয়াজুল আলম জানান, এটা আমাদের অগোচরে হচ্ছে। এটার কোন অনুমোদন নেই। আমরা অতি শিঘ্রই ব্যবস্থা গ্রহন করবো।
গাংনীর থানার ওসি বজলুর রহমান জানান, এই ধরনের ঘটনা গাংনীতে ঘটছে এটা আমাদের জানা ছিল না। বিষয়টি তদন্ত করে দেখবো। (প্রতিবেদনটিতে সহযোগীতা করেছেন আমাদের যুগ্ম সম্পাদক আল আমীন)।

মেহেরপুরে “সময়ের আলো” প্রত্রিকার প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উৎযাপন

বহুল প্রচারিত পত্রিকা দৈনিক “সময়ের আলো” প্রতিষ্ঠার ২বছর পূর্তি উপলক্ষে আলোচনা সভা ও কেক কাটার মধ্যদিয়ে উৎযাপন করা হয়েছে। মঙ্গলবার সকাল সাড়ে দশটায় মেহেরপুর জেলা শিল্পকলা একাডেমী মিলনায়তনে এ আয়োজন করা হয়।
অনুষ্ঠানে “সময়ের আলো” পত্রিকার মেহেরপুর জেলা প্রতিনিধি তৌহিদ উদ দৌলা রেজার সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে কেক কাটেন ভারপ্রাপ্ত জেলা প্রশাসক (ডিডিএলজি) মৃধা মোঃ মোজাহিদুল ইসলাম। এসময় উপস্থিত ছিলেন জেলা তথ্য কর্মকর্তা আব্দুল্লা-আল-মামুন, জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা নাসিমা খাতুন, জেলা আওয়ামীলীগের সহ-সভাপতি সিরাজুল ইসলাম, মেহেরপুর প্রেসক্লাব উপদেষ্টা তুহিন আরণ্য, সম্পাদক আলামিন হোসেন, সাবেক সম্পাদক রফিকুল আলম, জেলা প্রেসক্লাব সম্পাদক মাহাবুব চাঁদু। মেহেরপুর প্রেসক্লাব যুগ্মসম্পাদক মাজেদুল হক মানিক পরিচালিত অনুষ্ঠানে মেহেরপুর জেলায় কর্মরত বিভিন্ন ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার সাংবাদিকগণ উপস্থিত ছিলেন।

আকতারুজ্জামান
মেহেরপুর

০১৭১৩৯১৪১৭৪

গাংনীতে সাংবাদিকদের সাথে নারী মুক্তি ও শিশু উন্নয়ন সংস্থার মতবিনিময়

গাংনীতে সাংবাদিকদের সাথে মুক্তি নারী ও শিশু উন্নয়ন সংস্থার উদ্যোগে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। মঙ্গলবার সকালে গাংনী পাইলট মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত মত বিনিময় সভায় সভাপতিত্ব করেন সাংবাদিক আমিরুল ইসলাম অল্ডাম। অনুষ্ঠানের শুরুতে মুক্তি নারী ও শিশু উন্নয়ন সংস্থার বিভিন্ন সাফল্য উন্নয়ন সংক্রান্ত বিষয় সাংবাদিকদের সামনে তুলে ধরেন সংস্থার প্রকল্প সমন্বয়কারী উম্মে সালমা। এসময় সংস্থার সমন্বয়কারী (অর্থ ও প্রশাসন) ফরহাদ আলী খান,সাংবাদিক মজনুর রহমান আকাশ,প্রজেক্ট অফিসার মানসুরা মুক্তা,ফিল্ড ফেসিলেটর নাসরিন সুলতানা,সহকারি হিসাব রক্ষক সারিউল হিসাবসহ প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রিক মিডিয়ার সাংবাদিকবৃন্দরা উপস্থিত ছিলেন। মুক্তি নারী ও শিশু ইন্নয়ন সংস্থাটি ১৯৯০ সাল থেকে নারীর প্রতি সহিংতা বন্ধ,বাল্যবিবাহ,ইভটিজিং প্রতিরোধ,পারিবারিক কলহ প্রতিরোধসহ সামাজিক উন্নয়নে দেশের বেশ কয়েকটি জেলা উপজেলা পর্যায়ে কাজ করে চলেছে। গাংনী উপজেলা এপ্রিল-২০১৮ থেকে ডিসেম্বরের ২০ তারিখ পর্যন্ত সংস্থার সকল সাফল্য ও কার্যক্রম তুলে ধরেন।

আগামী ৪ মার্চ মেহেরপুর আসছেন

জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী

আগামী ৪ মার্চ মেহেরপুর আসছেন জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন ৪ দিনের সরকারি সফরে মেহেরপুরে আসছেন জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ও মেহেরপুর-১ আসনের সংসদ সদস্য, জেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি ফরহাদ হোসেন। এই চার দিনে তিনি মেহেরপুরের বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারী অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন।

মঙ্গলবার জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব মো: রেজাউল আলম স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানা গেছে।

সফর সুচীর মধ্যে রয়েছে বৃহস্পতিবার ৩টার দিকে হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর থেকে যশোরের উদ্দেশ্যে রওনা হবেন। পরে যশোর থেকে সড়ক পথে মেহেরপুর নিজ বাসভবনে পৌছাবেন।

শুক্রবার সকাল ১০টার দিকে মেহেরপুর সরকারী শিশু পরিবার সংলগ্ন মঠে বি এ ডি সি আয়োজিত আলু বীজ ফসলের মাঠ দিবসের উদ্ভোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে যোগদান করবেন । দুপুর সাড়ে তিনটা মিনিট পিরোজপুরে ইউনিয়নে আওয়ামীলীগ আয়োজিত জনসভায় প্রধান অতিথি হিসাবে যোগদান করবেন।

শনিবার ১০ টা মিনিটে মিনি ম্যারাথন অনুষ্ঠান উদ্ভোধনে প্রধান অতিথি হিসাবে যোগদান । দুপুর ৩ টা স্টেডিয়াম মাঠে বঙ্গবন্ধু জেলা ফুটবল খেলা উদ্ভোধনে প্রধান অতিথি হিসাবে যোগদান করবেন ।

রবিবার ১০ টা মেহেরপুর জেলা প্রশাসক সম্মেলন কক্ষে ৭ মার্চ উর্যাপন উপলক্ষে আলোচনা সভা প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থাকবেন । রবিবার সন্ধ্যায় ঢাকার উদ্দেশ্যে মেহেরপুর থেকে যশোর বিমান বন্দরের উদ্দেশ্যে মেহেরপুর ত্যাগ করবেন।

গাংনীতে ফেন্সিডিলসহ আটক-২

মেহেরপুরের গাংনী থেকে ২৮ বোতল ফেন্সিডিলসহ দুই মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে ডিবি পুলিশ। গতকাল সোমবার দিবাগত রাতে গাংনীর কাজীপুর

হাড়াভাঙ্গা থেকে তাদের আটক করা হয়। আটককৃতরা হলো, সদর উপজেলার কামদেবপুর গ্রামের আল আমিন হোসেন এর ছেলে জুল হেসেন ওরফে জুয়েল
(২৫) ও ফতেপুর গ্রামের তোফাজ্জেল হোসেন এর ছেলে সাইফুল ইসলাম (৩৫)।
এস আই অজয় কুমার কুন্ডুর নেতৃত্বে এই মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালনা করা হয়। সঙ্গে ছিলেন, এ এস আই জসিম ও আহসান হাবিব। জেলা গোয়েন্দা পুলিশের ওসি জুলফিকার আলী বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গাংনীর কাজীপুর হাড়াভাঙ্গা গ্রামে অভিযান চালিয়ে দুজন মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে ডিবির একটি চৌকশ দল। এ সময় তাদের কাছ থেকে ২৮ বোতল ফেন্সিডিল উদ্ধার করা হয়। আটককৃতদের প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদের জন্য জেলা গোয়েন্দা কার্যালয়ে আনা হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে গাংনী থানায় একটি নিয়মিত মামালা রুজু করা হয়েছে।

গাংনীতে বিষ প্রয়োগ করে সরিষা নষ্ট করার অভিযোগ

মেহেরপুরের গাংনীতে প্রতিপক্ষের বিষ প্রয়োগে ইয়াস উদ্দিন নামে এক কৃষকের জমির সরিষা পচে যাওয়ার অভিযোগ উঠেছে। প্রতিপক্ষ আব্দুল আলিমের লোকজন ওই জমিতে এর আগে দুই দুই বার বিষ প্রয়োগ করে ফসল নষ্ট করেছেন, এ অভিযোগ করেন ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক ইয়াস উদ্দিন। ঘটনাটি ঘটেছে গাংনী উপজেলার বানিয়াপুকুর মন্ডল পাড়া গ্রামে।
এ বিষয়ে ইয়াস উদ্দিন প্রতিপক্ষ আব্দুল আলিমকে অভিযুক্ত করে গাংনী উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা ও গাংনী থানায় একটি লিখিত অভিযোগ করেন। স্থানীয়রা জানান, ইয়াস উদ্দিনের জমিতে বিষ প্রয়োগ করেছে কী করেনি আমরা বলতে পারবো না। আবহাওয়ার কারণে সরিষা এমন হতে পারে বলে তাদের ধারনা।
এব্যাপারে গ্রামের মেম্বর আলী হোসেন বলেন, ইয়াস উদ্দিন মিথ্যা অভিযোগ করেছে। সে পাগল, এর আগেও সে মিথ্যা অভিযোগ করেছে। তার জমিতে সরিষা ভালো হয়নি। আবহাওয়ার কারণে নষ্ট হয়েছে। গত রবিবার বিকালে সরেজমিনে গিয়ে জানা যায় যে, পারিবারিক বিষয় নিয়ে

বানিয়াপুকুর গ্রামের মৃত নবিছদ্দিনের ছেলে ইয়াস উদ্দিনের সঙ্গে আব্দুল আলিমের বিরোধ ছিলো। এক পর্যায়ে কৃষক ইয়াস উদ্দিনের সরিষা ক্ষেতে গভীর রাতে কীটনাশক প্রয়োগ করে আলিমের লোকজন। এতে কৃষক ইয়াস উদ্দিনের ১ বিঘা জমির ফসল নষ্ট হয়ে যায়। এর আগে দুই দুই বার একই কায়দায় আলিমের লোকজন ওই জমির ফসল নষ্ট করেন বলে দাবি করেন কৃষক ইয়াস উদ্দিন।
আব্দুল আলিম তার বিরুদ্ধে সকল অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, তার সঙ্গে পরিবারিক বিষয় নিয়ে বিরোধ চলে আসছে। অপর এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, আমাকে মিথ্যা মামলায় ফাঁসাতে বিভিন্নভাবে ষড়যন্ত্র করে আসছে। এ বিষয়ে গাংনী থানার ওসি বজলুর রহমান বলেন, এ বিষয়ে অভিযোগ পেয়েছি। তবে তদন্ত সাপেক্ষে দোষীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া হবে।

গাংনীতে জাতীয় বীমা দিবস পালিত

“মুজিব বর্ষের অঙ্গীকার বীমা হোক সবার” এবারে এই প্রতিপাদ্য বিষয়ের উপর জাতীয় বীমা দিবস পালিত হয়েছে। মেহেরপুরের গাংনীতে জাতীয় বীমা দিবস উপলক্ষে রচনা প্রতিযোগিতা, বীমা বিষয়ক গান প্রচার, বীমা মেলা, উদ্বুদ্ধকরণ সভা ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়েছে।
গতকাল সোমবার (১লা মার্চ) সকালে গাংনী উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে উপজেলা সম্মেলন কক্ষে করোনা পরিস্থিতির কারণে স্বাস্থ্য বিধি মেনে স্বল্পপরিসরে আলোচনা সভা করা হয়।
উদ্বুদ্ধকরণ সভায় গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসারের প্রতিনিধি হিসেবে সভাপতিত্ব করেন উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) নূর-ই-আলম সিদ্দিকী।
এ সময় অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, গাংনী উপজেলা পরিষদের মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান ফারহানা ইয়াছমিন। উপজেলা সহকারী কমিশনার বলেন, বীমা দেশের একটি সম্ভাবনাময় খাত। মানুষের জীবন ও ঝুঁকি নিরসনে বীমা বিশ্বব্যাপী অন্যতম পদ্ধতি হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। বীমার ব্যপ্তি বৃদ্ধির লক্ষ্যে জনমনে বীমা সম্পর্কে ইতিবাচক ধারণা তৈরির উদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। বীমা সম্পর্কিত সভা, সেমিনার, বীমা পরিশোধের

জন্য অনুষ্ঠান করে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষে বীমা দিবস উদযাপন করা হচ্ছে। অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, সাংবাদিক আমিরুল ইসলাম অল্ডাম, গাংনী উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসের টেকনিক্যাল অফিসার আব্দুল্লাহ আল মাসুম, পপুলার লাইফ ইন্স্যুরেন্সের গাংনী উপজেলা ইনচার্জ মখলেছুর রহমান, গাংনী পপুলার বীমার অতিরিক্ত প্রকল্প পরিচালক ফেরদৌস আলমসহ বীমার মাঠকর্মীবৃন্দ।
অনুষ্ঠানের শেষে জাতীয় বীমা দিবস উপলক্ষে ‘বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা বিনির্মাণে বীমার গুরুত্ব’ বিষয়ক রচনা প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

গাংনীতে ছাত্রলীগের বিক্ষোভ মিছিল

নৈরাজ্য সৃষ্টির অভিযোগ তুলে মেহেরপুরের গাংনীতে বিএনপি জামায়াত ও ছাত্রদলের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ মিছিল করেছে ছাত্রলীগ। গতকাল সোমবার দুপুর ১ টায় গাংনী হাসপাতাল বাজার থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের হয়ে শহরের বিভিন্ন সড়ক ঘুরে একই স্থানে শেষ হয়। বিক্ষোভ মিছিল ও সভায় ভাইস চেয়ারম্যান ফারহানা ইয়াসমিন, জেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক মুনতাছির জামান মৃদুল, গাংনী উপজেলা ছাত্রলীগের সভাপতি আমিনুল ইসলাম সেন্টু, পৌর ছাত্রলীগের সভাপতি ডালিম রানা, মেহেরপুর জেলা ছাএলীগের সহ-সভাপতি ফয়সাল জাহান শিশির, হুমায়ন কবির লিখন, ফিরোজ আহমেদ, সাংগঠনিক সম্পাদক রাইহানুর জামান নিরব, মানব উন্নয়ন বিষয়ক সম্পাদক মাসুদ রানা মিল্টন, জেলা ছাত্রলীগের সহ-সভাপতি তপু রায়হান রবিন, যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক, উপ-দপ্তর সম্পাদক শাহিন রেজা, মোঃ লিজন হোসেন, সজীব ওয়াজেদ জয় পরিষদের সাধারণ সম্পাদক মোঃ আশিকুর জামান সবুজ, ছাত্রলীগ নেতা শুভ আহমেদ, নাছিম আহমেদ, ইমন আহমেদ, শিশির, সাহারুল, তোহিদ, শামিম, আরাফাত, তুষার ইমরান, সাব্বিরসহ বিভিন্ন পর্যায়ের নেতা কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।